তারিখ 14 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...2...

যুগান্তর

সিরাজগঞ্জে ফের ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ : র‌্যাব-পুলিশসহ আহত ৫০

কয়েকটি এলাকা রণক্ষেত্র

সিরাজগঞ্জে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে রোববার দ্বিতীয় দিনের সংঘর্ষের দুটি দৃশ্য — যুগান্তর

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রোববার সকালে আবারও ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের দফায় দফায় সংঘর্ষে পুলিশ, র‌্যাব ও সাংবাদিকসহ উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৫০ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জে এলাকাজুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ টিয়ার শেল এবং রাবার বুলেট ছোড়ে। দেড় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালে সরকারি কলেজের আশপাশের এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় ৩টি বাড়ি ও ২টি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবারের সংঘর্ষের জের ধরে রোববার দুপুর ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস এলাকায় ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অবস্থান নিলে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষ চলাকালে কলেজের আশপাশের ইলিয়ট ব্রিজ থেকে কালিবাড়ী, ইবি রোড, ইসলামিয়া কলেজ রোড ও সরকারি কলেজ রোড, নবদীপ পাল রোড ও ভোকেশনাল এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি দোকানপাট ও বাড়িতে ভাংচুর এবং লুটপাট করা হয়। এ সময় কর্তব্য পালনকালে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম আহত হন। উল্লেখ্য, শনিবার সিরাজগঞ্জ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তারকে সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

সংঘর্ষ : সিরাজগঞ্জে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্র করে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ দিন ৭ পুলিশ ও উভয় পক্ষের প্রায় ৪০ জন আহত হয়। পুলিশ এ পর্যন্ত ৯ জনকে আটক করেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছে— কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামিম রেজা, নেতা রকি, রনি, রফিক, বনি, আরমান হাবিব খোকা, আকাশ কাইয়ুম, জেলা যুবলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম বিটু ও যুবলীগ কর্মী রাজু এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মির্জা বাবু, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তানুজ্জামান সুজন, যুগ্ম আহ্বায়ক আমীন, জেলা যুবদলের প্রচার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, থানা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান, শহর যুবদলের প্রচার সম্পাদক রবিউল ইসলাম, কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক পলাশ, জেলা যুবদলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, শহর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সজিব, আশাদিন, জেলা যুবদল কর্মী সোহেল রাজু, থানা যুবদল কর্মী কোরবান ও রুবজান। অন্যদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এ ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোক্তার হোসেন, র‌্যাব এএসপি অশোককুমার পাল, সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম খান, উপ-পরিদর্শক আফজাল হোসেন আহত হন।

আহতদের মধ্যে ২০ জনকে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালসহ শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে প্রাথমিক সেবা দেয়া হয়েছে। পরে র‌্যাব এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে উভয়পক্ষের লোকজনকে লাঠিপেটা করে। দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর দুপুর ১টার দিকে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে র‌্যাব-পুলিশ। পুলিশের রাবার বুলেট, টিয়ার শেল ও ইট-পাটকেলের আঘাতে ৪ জন আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যসহ উভয়পক্ষের কমপক্ষে অর্ধশত নেতাকর্মী আহত হন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: জাকির হোসেন জানান, ছাত্রদলের নেতারা পরিকল্পিতভাবে কলেজের দক্ষিণ দিকের ফটক ভেঙে ক্যাম্পাসে ঢুকে পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মারপিট শুরু করে। জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন রাজেশ জানান, শনিবারের মতো আবারও পুলিশ-র‌্যাব নিয়ে এসে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোক্তার হোসেন জানান, সংঘর্ষে পুলিশ ও র‌্যাবের ৪ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম খান জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ শনিবারের মতো ফের শতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে। ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে আটক করা হয়েছে।